৫ম দফার অবরোধ সমর্থনে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

বিএনপি’র ডাকা অবরোধের পঞ্চম ধাপের প্রথম দিনে অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

বুধবার সকাল ছয়টার সময় মেহেরপুর শহরের কাথুলি রোডে জেড কে ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে ঝটিকা মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় যেয়ে শেষ হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস মিছিলটির নেতৃত্ব দেন। অবরোধের কারণে সকাল থেকেই সীমিত আকারে আন্ত: জেলা বাস চলাচল করলেও মেহেরপুর থেকে ঢাকা গামী পরিবহন ছেড়ে যায়নি। তবে ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরিন যান চলাচল রয়েছে।

মেহেরপুরে চতুর্থ দফার ডাকা অবরোধে মাঠে ছিল না কেউ, কর্মসূচি ছিল ভার্চুয়াল

বিএনপির ও সমমনা দলগুলোর ডাকা চতুর্থ দফা অবরোধে মেহেরপুর জেলাতে মাঠে ছিলো না বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। আাবার অবরোধ প্রতিরোধে আওয়ামী লীগেরও তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না ।

রবি ও সোমবার জেলার কোথাও অবরোধের সমর্থনে কোনও নেতাকর্মীকে মিছিল বা সমাবেশ করতে দেখা যায়নি। উপরন্তু রবিবার রাতে গাংনীর জনশুন্য রাস্তায় যুবদলের ব্যানারে একটি মশাল মিছিল করে ও একটি টায়ারে আগুন দিয়ে নিজেরাই সেই কর্মকাণ্ডের ভিডিও ধারণ করে স্থান ও অংশনেওয়া নেতাকর্মীদের নাম গোপন করে ভিডিও চিত্র সাংবাদিকদের

কাছে পাঠিয়ে ভার্চুয়াল অবরোধ কর্মসূচি পালনের তকমা পেয়েছেন।

অবরোধের কারণে রবিবার ও সোমবার মেহেরপুর – চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর – কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল করনি। তবে আন্তঃজেলা সড়কগুলোতে এবং অভ্যন্তরীণ সড়কে পর্যাপ্ত ইজিবাইক, নসিমন, রিকশাসহ ছোট যান চলাচল করছে। শহরের দোকানপাট-শপিংমল খুলেছে স্বাভাবিক দিনের মতো।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে ঘিরে রয়েছে কোন প্রোগ্রাম করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার বাড়ি, অফিসসহ বিভিন্ন স্থানের সাদা পোশাকে পুলিশ, র্যাব এমন লাগানো হয়েছে যাতে আমরা যেন কিছু না করতে পারি। তিনি আরো বলেন, দিন এমন থাকবে। যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বেড়েছে জনগণই এ সরকারের পতন নিয়ে আসবে একদিন ।

এদিকে, অবরোধে প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলাতে ও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন দেখা যায়নি আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনগুলিকে।

তবে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন এলাকা ও সড়কের মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের টহল দিতে দেখা গেছে।

ফের রগ কাটার রাজনীতি: যুবলীগ নেতাকে হাত-পায়ের রগ কেটে হত্যা

বিএনপি ও জামায়াত-শিবির আবারও রগ কাটার রাজনীতি শুরু করেছে। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে যুবলীগ নেতার হাত-পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে তারা। এসময় আরেকজনকে আহত করা হয়। এই সুন্দরগঞ্জে ২০১৩ সালে জামায়াত নেতা সাঈদীর ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে তাণ্ডব চালিয়েছিল তারা। ওই সময় চার পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছিল জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সোনারায় ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম এক সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তারা বামনডাঙ্গা- সুন্দরগঞ্জ সড়কের শাখামারা ব্রিজ এলাকায় তার উপর হামলার শিকার হন। প্রথম ৭-৮ জন হঠাৎ রশি টেনে মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে জাহিদুলের দুই হাত ও দুই পায়ের রগ কেটে দেয় এবং মাথাসহ শরীরে একাধিক কোপ দেয়। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয় তার সঙ্গে থাকা কবিরকে। পরে স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এরপর জাহিদুলকে দ্রুত রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে রাত পৌনে ৩টার দিকে মারা যান তিনি।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আশরাফুল আলম সরকার লেবু বলেন, ‘ঘটনাটি পরিকল্পিত। হামলার সময় জাহিদুল কয়েকজনকে চিনতে পেরেছিলেন। এদের মধ্যে মুছা, সামু, ইমতিয়াজ ও খাদেমুল জামায়াত, শিবির ও বিএনপি কর্মী। অন্য হামলাকারীরা জামায়াত-শিবিরের কর্মী।’

সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি কে এম আজমিরুজ্জামান বলেন, ‘গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিদুলকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন তিনি হামলাকারী কয়েকজনের নাম বলেছেন। এরমধ্যে মুছা, সামু, ইমতিয়াজ ও খাদেমুল জামায়াত-শিবির কর্মী। তাদের ধরা গেলে অন্য হামলাকারীদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।’

২০১৩ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি মানবতাবিরোধী অপরাধে জামায়াত নেতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির আদেশের পর সুন্দরগঞ্জে জামায়াত-বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাণ্ডব চালায়। দফায়-দফায় হামলা, অগ্নিকাণ্ড আর লুটপাট চালানো হয় বামডাঙ্গা রেল স্টেশন, আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়, মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে। এক পর্যায়ে কুপিয়ে হত্যা করা পুলিশ সদস্য তোজাম্মেল হক, নজিম উদ্দিন, বাবলু মিয়া ও হযরত আলীকে।

আশির দশকের গোড়ার দিকে রগ কাটার সন্ত্রাস শুরু করেছিল জামায়াত-শিবির। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য মতের ছাত্র নেতাদের হাত-পায়ের রগ কাটা, গান পাউডার ব্যবহার করে পুড়িয়ে মারা এবং খুনের পর ম্যানহোলে লাশ ফেলে দিতো শিবির। পরবর্তীতে তারা সারাদেশে এই অপকর্ম চালিয়েছে।

বাড়ীবাকায় আওয়ামী লীগের খোলসে নির্মাণ হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের কার্যালয়!

মেহেরপুর জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কার্যালয়। আওয়ামী লীগ কার্যালয় নির্মাণের কথা বলা হলেও অভিযোগ উঠেছে নির্মাণকারীদের কয়েকজন বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত। আর এ অভিযোগ করেছে খোদ জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়রা।

ঘটনাটি মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়ীবাকায়। যেখানে ইট-বালি দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে রাজনৈতিক কার্যালয় ওই স্থানেই ছিলো পাঠাগার। পাঠাগার সংস্কারের কথাও বলা হচ্ছে কখনও। তবে অভিযোগ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ব্যানারে কিছু বিএনপি-জামায়াত নেতা মুলত জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে। জেলা পরিষদ থেকে দুইবার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলেও স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের কিছু নেতার ইন্ধনে পুরোদমে চলছে নির্মাণ কাজ। আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, বুড়িপোতা-বাড়িবাকা সীমান্তের প্রধান সড়কের পাশে ইটের ভিত্তির পাকা ঘরের কাঠামো বানানো হচ্ছে, শুধু ছাদ ঢালাই বাকী আছে। পাশে বাঁশ দিয়ে বানানো খুঁটিতে একটি সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। সেখানে লেখা আছে, ‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যালয়। একই স্থানে পূর্বে থাকা পাঠাগারের সরঞ্জাম কোথায় তার কোন হদিস নাই।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন কিছু বিএনপি জামায়াতের নেতাকর্মীরা দল পাল্টে নব্য আওয়ামী লীগ সেজেছেন। পাঠাগার ভেঙে আওয়ামী লীগ কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। তারা অশংকা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে এটা জামায়াতের কার্যালয়ে পরিণত হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক গ্রামবাসী জানান, রাজনৈতিক কার্যালয়

স্থাপনের উদ্যোক্তা একই গ্রামের রেজা, ইদ্রিস আলী, আলম হোসেন, ইমরান হোসেন ও আকাশ রাজনৈতিকভাবে জামায়াত কর্মী হিসেবে পরিচিত। অপর উদ্যোক্তা আজিজুল একজন বিএনপি নেতা।

স্থানীয় অধিবাসী মোখলেসুর রহমান মুকুল বলেন, ‘টিনের ঘর ভেঙে এখন পাকা ঘর করা হচ্ছে, জায়গাটি খাস বা জেলা পরিষদের কিনা সেটা আমরা অবগত নয়। তবে আপনাদের বাঁধায় ঘরের কাজ বন্ধ হলে বা ঘর ভেঙে দিলেও জায়গাটি পড়ে থাকবে না। কিছুদিনের মধ্যে কেউ না কেউ ঠিকই দখল করে নেবে। ‘

বুড়িপোতা ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শাজাহান বলেন, এখানে একটি টিনশেডের ঘর ছিল, আমরা ওঠাবসা করতাম। পাকা করার উদ্যোগ নিলে জেলা পরিষদ থেকে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিছুদিন আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন এখানে স্কুলের বিল্ডিং উদ্বোধন করতে আসলে আমরা তাদেরকে জানায়। ইব্রাহিম শাহিন মৌখিকভাবে আমাদের কাজ করার নির্দেশ দেন। তবে এটা সত্য জেলা পরিষদ আমাদেরকে এখানে ঘর করার অনুমতি দেয়নি। ‘

বুড়িপাতে ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লিটন বলেন, ‘এখানে কোন অনুমতি নেই জোর করে কাজ করা হচ্ছে। গতকাল জেলা পরিষদ থেকে আমাকে জানানোর পর আমি ওখানে গিয়েছিলাম কিন্তু কাউকে পাইনি। আগে এই জায়গায় একটি লাইব্রেরী ছিল সেটা ভেঙে এখন পার্টি অফিস করা হচ্ছে।’

পাঠাগার ভেঙে রাজনৈতিক কার্যালয় তৈরির একজন উদ্যোক্তা রেজা বলেন, ‘এটা হচ্ছে মূলত আওয়ামী লীগের কার্যালয়, আমাদের বাড়ি বাঁকাতে আওয়ামী লীগের বসার কোন জায়গা নেই, তাই এখানে আওয়ামী লীগের অফিস করা হচ্ছে। আগে এখানে টিনশটের একটি ঘর ছিল তবে এখানে আওয়ামী লীগের ছেলেরাই ওঠাবসা করত। আর আওয়ামী লীগের অফিস তৈরি করার জন্য জেলা পরিষদের কোন অনুমতির দরকার নেই। জায়গা জেলা পরিষদের এটা ঠিক আছে, এখনো আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে, এখানে আওয়ামী লীগের একটি অফিস বানানো হচ্ছে।

রেজা আরও বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আমাদের ঘর করার জন্য দুই বান টিন দিতে লিখিত আদেশ দিয়েছেন, তবে উপজেলা থেকে আমাদেরকে এক বান টিন দেয়া হয়েছে। এখানে যে আওয়ামী লীগের অফিস তৈরি হচ্ছে তা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম

সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরী সকলেই জানেন ।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সাথে যোগাযোগের জন্য ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুহা. আব্দুস সালাম বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে মূলত জামাতের অফিস তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ নিয়ে দুইবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে আসার পরেও কিছু নেতার ইন্ধনে কাজ চলছে। আওয়ামী লীগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা এর পেছনে আছেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আইনি ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি।

প্রবারণা উৎসবে সমাবেশ শ্যামাপূজায় অবরোধ কর্মসূচিতেই জোর বিএনপির

আগামী ১২ নভেম্বর রবিবার সনাতন সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শ্যামাপূজা ও দীপাবলী। এইদিন থেকে চতুর্থপর্বের অবরোধ এর ডাক দিয়েছে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো। অবরোধ চলবে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত। পূজার্থীদের নির্বিঘ্নে চলাচল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এ দিনটিতে ডাকা অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্যে বিএনপিসহ সকল বিরোধী দলীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

এর আগেও লক্ষীপূজা এবং বৌদ্ধদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমার দিন ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশ প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হলেও তারা শোনেনি। এসময় বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের নেতারা বলেছিলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণার কারণে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন দূরদূরান্ত থেকে বৌদ্ধ বিহারে উৎসবে

অংশ নিতে নানা বাঁধা-বিঘ্নতার সম্মুখীন হবে। ২৮ অক্টোবর সমাবেশ ভয়বহ সহিংস রূপ নিলে রাজধানীতে কোন উৎসব করতে পারেনি তারা।

শুক্রবার ১১ নভেম্বর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘বিরোধী দলসমূহ ঐক্য পরিষদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবিবার অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করবেন।’ তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ধর্মীয় এইসব উৎসবের দিনগুলো বিবেচনায় নিয়ে সম্মান জানানো উচিত বলে আমি মনে করি। গত ২৮তারিখ অনুরোধ তারা রাখেনি। আশা করছি রবিবারেরটা তারা রাখবেন, অবরোধ পিছিয়ে দিবেন।’

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইতিহাস বলছে, বাংলাদেশে বিএনপি জামায়াত কখনোই সংখ্যালঘুদের কোন অধিকারের বিষয়ে ছাড় দেয়নি। তারা কখনোই দেশের কোন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দাবি সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিচারে নেয়নি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব বলছে, ১৯৯৬, ২০০১ বা তার আগের প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক পরের বছরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টা বেশি ছিল। শুধু ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায় ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর। ১৯৯৬ এর নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২১৪টি, পরের বছরে ৫৫৪টি । ২০০১ সালে ধর্ষণের ঘটনা ৫৬৬টি হলেও পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯১টিতে। ২০১৪ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫৪৫টি, পরের বছরে এ সংখ্যা ছিল
৬৯০। ২০১৮ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ৫৫৬টি, পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৭টিতে।

জিজ্ঞাসাবাদে হামলার দায় স্বীকার করে নিলো বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতারা

গত ২৮ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত দেশব্যাপী পেট্রোল বোমা হামলা, বাসে অগ্নিসংযোগ, ককটেল বিস্ফোরণসহ সহিংসতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বিএনপি নেতা সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। এসব ঘটনায় জড়িত আটককৃতরা গোয়েন্দা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য জানিয়েছে।

তথ্য প্রমাণ দেখে তাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন গ্রেফতার হওয়া কেন্দ্রীয় নেতারা। তারা বলেছেন- এগুলো করা ঠিক হয়নি।

আজ বুধবার (৮ নভেম্বর) দুপুর রাজধানীর মিন্টো রোডে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

ডিএমপি’র ডিবি প্রধান জানান, গ্রেফতারকৃত কামরুজ্জামান টুকু নিজে স্বীকার করেছেন বাস পোড়ানোর কথা। হৃদয় স্বীকার করেছেন তিনি বাংলামোটর, মৌচাক ফ্লাইওভার, কাকরাইল মোড়ে শুধু আগুন লাগিয়েছেন। পেট্রোল বোমা ও ককটেল সরবরাহ করেছেন রবিউল ইসলাম নয়ন। সবার নেতা হচ্ছেন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। তার নেতৃত্বেই গত ২৮ তারিখ থেকে চলমান সময় পর্যন্ত বাসে আগুন, ককটেল নিক্ষেপ, পেট্রোল বোমা বা পেট্রোল লাগিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানান, গত ২৮ তারিখ যারা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ককটেল বিস্ফোরণ, বিআরটিসি বাসে আগুন, পুলিশ হাসপাতালে আগুন, অ্যাম্বুলেন্স ভাঙচুর করে, পুলিশ মার্ডার মামলার আসামিদের অনেকের নাম সিসি ক্যামেরার ফুটেজের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। পাশাপাশি গ্রেফতাররা আরও অনেকের নাম বলেছেন। তাদের ছবি পেয়েছি, তাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

হারুন অর রশীদ বলেছেন, রাজধানীর পল্টনে বিএনপির ডাকা মহাসমাবেশ থেকে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও বিআরটিসির বাসে আগুনসহ কয়েক দফার অবরোধে নাশকতার দায় স্বীকার করেছেন রিমান্ডে থাকা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা। এমনকি এ ধরনের নাশকতা করা ঠিক হয়নি বলেও তারা মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন, প্রথমত যেসব কেন্দ্রীয় নেতা আমাদের কাছে রিমান্ডে আছেন তারা প্রথমে বলছিলেন, নাশকতা আমাদের দলের লোকজন করেনি, মনে হয় অন্য কেউ করেছে। এটা নিয়ে তারা সন্দিহান ছিলেন। তখন আমাদের কাছে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ, স্মার্ট টিমের করা ভিডিও তাদের (বিএনপি নেতাকর্মীদের) দেখানো হয়।

আমরা বলেছি -আপনারা স্টেজে ছিলেন, সমাবেশের নেতৃত্বে ছিলেন। এছাড়া ভিডিওতে তারা দেখেছেন, সমাবেশের দিন মঞ্চে থাকা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কে কী রোল প্লে করেছেন। সুলতান সালাউদ্দিন কোথায় লাঠি নিয়ে দৌড়াচ্ছেন, রবিউল ইসলাম নয়ন কোথায় আগুন লাগাচ্ছেন,

ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা আবু সাঈদ মিন্টুর বাসা থেকে যে গানপাউডার আমরা পেয়েছি, মিন্টু এর স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন। সবকিছু দেখার পরে তারাও (কেন্দ্রীয় নেতা) দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, এটা ঠিক হয়নি।

মূল পরিকল্পনাকারী কারা- এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিবিপ্রধান বলেন, বিএনপির সমাবেশে অংশগ্রহণ করে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের ভূমিকা পালনকারী বেশ কয়েকজনকে আমরা ধরেছি। অংশগ্রহণকারী অনেকের নাম পেয়েছি। তাদের মধ্যে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষিবিষয়ক সম্পাদক সাইদ হাসান মিন্টুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বাসা থেকে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার করা হয়। মিন্টু স্বীকার করেছেন, বাশার এবং মাসুদকে দিয়ে এগুলো তিনি বানান। রবিউল ইসলাম নয়ন ও সুলতান সালাউদ্দিন যে সহায়তা করেছেন তিনি সেটিও স্বীকার করেছেন।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের লালবাগ ডিভিশন ও মতিঝিল ডিভিশন অভিযান চালিয়ে অংশগ্রহণকারীকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন-ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা হাসান হাওলাদার। তিনি প্রথমে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে গুলতি নিয়ে পুলিশের ওপর মারবেল নিক্ষেপ করে ও বিআরটিসি বাসে আগুন দেন। কবি নজরুল ইসলাম কলেজ ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আবুল হোসেন জুয়েল নাইটিঙ্গেল মোড়ে পুলিশের ওপরে হামলা করে, এর ভিডিও ফুটেজ আমাদের কাছে আছে। পুলিশ মার্ডারের মামলায় যে দুজন ১৬৪ দ্বারা জবানবন্দি দিয়েছেন, তারা বলেছেন ছাত্রদলের মুগদা থানার সাধারণ সম্পাদক রানা মিয়া পুলিশ হত্যায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাকেও আমরা গ্রেফতার করেছি।

হাফিজের মতো পরীক্ষিত নেতাদের বিএনপি নিয়ে এত অভিযোগ কেনো?

নিজ দল বিএনপি নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। এর আগে শমসের মুবিন চৌধুরী একাধিকবার গণমাধ্যমে কথা বলে তাদের দলে না থাকতে পারার বিষয়গুলো সামনে এনেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, দল হিসেবে

এটা বিএনপির ব্যর্থতা।

আজ বুধবার বেলা ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন হাফিজ উদ্দিন। আগামী নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলেও ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, আগামী যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সে নির্বাচনে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমার পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না। তবে আমি মনে করি, বিএনপির এই নির্বাচনে যাওয়া উচিত। দলটিতে অসংখ্য ত্যাগী নেতাকর্মী রয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপির অংশ নেওয়া উচিত ছিল বলেও তিনি মনে করেন।

এসময় তিনি যে অভিযোগগুলো তুলে ধরেন তা হলো-জিয়াউর রহমানের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বিএনপি ক্ষমতার বাহিরে, বিএনপিতে সত্যি কথা বলার মতো লোক নেই, চেয়ারপারসনের সামনে কোনো নেতা ইয়েস স্যার, রাইট স্যার বলা ছাড়া আর কোনো কিছু জানেন না। এসময় তিনি দাবি করেন, বিএনপিতে একনায়কতন্ত্র, কমিটি বাণিজ্য চলছে। এভাবে দল চলতে পারে না।

এদিকে গত সেপ্টেম্বরে বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী ও চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা (বহিষ্কৃত) অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকারকে তৃণমূল বিএনপিতে স্বাগত জানান দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অন্তরা সেলিমা হুদা। শমসের মবিন চৌধুরী ও তৈমূর আলম খন্দকারকে স্বাগত জানিয়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অন্তরা সেলিমা হুদা সেসময় বলেন, আমি আশা করি, তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এ দল আরও গতিশীল হবে। তাদের এ যোগদান তৃণমূল বিএনপি তথা আমার প্রয়াত বাবার দেশ গড়ার প্রত্যয় আরও এগিয়ে যাবে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন শমসের মবিন চৌধুরী। তিনি একসময় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি অবসরে যান। ২০০৮ সালে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন এবং ২০০৯ সালে দলের ভাইস চেয়ারম্যান হন। ২০১৫ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বিকল্পধারা বাংলাদেশে যোগ দেন ও প্রেসিডিয়াম সদস্য হন। এবং সেখান থেকেও তিনি বেরিয়ে আসেন।

এদিকে আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে দলে যোগ দিলেন বিএনপির সাবেক জনপ্রতিনিধি ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখ। বিএনপি ছেড়ে তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিয়ে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন

শমসের মবিন চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার। যোগ দিয়েই তারা দলটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় মনে করেন কোন বিবেকবান মানুষ তারা যতই কোনো দলের সাথে থাকুক, যখন দেখা যায় দলটি মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে তখন তারা সেই দলে থাকতে পারবে না। এমনকি তারা বিএনপির জোট নিয়েও ভীতসন্ত্রস্ত। নেতাদের ধারণা, জোটের কারণে তারা থাকতে পারবে না। লক্ষ্য করে দেখবেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরদের মতো নেতারা একসময় তারেক রহমানের শাসনামল মানবে না। যেভাবে হ্যান্ডমাইক ধরায়ে দিয়ে তাকে দিয়ে হরতাল অবরোধের ডাক দিতে বাধ্য করা হলো, এই নেতারা কীভাবে দলে থাকবেন?

মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আটক

মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।মিজানুর রহমান গাংনীর হিন্দা গ্রামের স্কুল পাড়ার মৃত খায়ের শেখের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) সকালে একটি বিশেষ অভিযানে গাংনীর হিন্দা গ্রামের স্কুলপাড়া থেকে তাকে আটক করে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম বলেন, নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়েরকৃত বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় তাকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক গ্রেফতার

কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক( ৬২)কে গ্রেফতার করেছেন, থানা পুলিশ। রবিবার রাতে তাকে মহেশপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আল মাসুদ মিয়া।

জানা যায়,কোটচাঁপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। তিনি উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামের মৃত দলিল উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে। আব্দুর রাজ্জাক গেল ১ নভেম্বর কোটচাঁদপুর থানার নাশকতা মামলার আসামি। মামলা হওয়ার পর তিনি মহেশপুর উপজেলার একতাঁরপুর গ্রামে লেন্টু মেম্বরের বাসায় ছিলেন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে তাকে মহেশপুরের ওই বাসা থেকে গ্রফতার করেন। সোমবার সকালে তাকে আদালতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আল মাসুদ মিয়া বলেন,নাশকতা মামলায় রবিবার রাতে
বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি মহেশপুর উপজেলা একতাঁরপুর গ্রামের লেন্টু মেম্বরের বাসায় পালিয়ে ছিলেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বলেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি সহ ওই মামলায় আজ পর্যন্ত ১০ জন গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যহত রয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার পোড়াপাড়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে গাংনী থানার এস আই হাফিজুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তা এস আই আব্দুল মতিন জানান, গত রবিবার দায়ের করা নাশকতা মামলার আসামি হিসেবে তাকে আটক করা হয়েছে। আটকের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।